রিসালা নং- ১১১

আকিকা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথমে এটা পড়ে নিন...	২	আকিকার মাংস মাতা-পিতা খেতে পারবে কিনা?	১৯
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩		
আকিকা শব্দের অর্থ	৪	কাফির ধাত্রী দ্বারা বাচ্চা প্রসব করানো হারাম	২০
আকিকা আদায় করে না এমন ব্যক্তি কি গুনাহগার হবে?	৫	আকিকার চামড়ার ব্যবহার	২১
আকিকা বিহীন মৃত্যুবরণকারী বাচ্চা সুপারিশ করবে কিনা?	৫	চামড়া পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া কেমন?	২২
		(পশু) কে জবাই করবে?	২২
অপূর্ণাঙ্গ গর্ভপাত হওয়ার ফযীলত	৬	আকিকার দোয়া	২২
মৃত বাচ্চার আকিকা	৮	দোয়া পড়া কি জরুরী?	২৪
বাচ্চার কানে কতবার আযান দিবে?	৯	আকিকার পশুর মাংসের হাঁড় ভাঙ্গা কেমন?	২৪
তাড়াতাড়ি নাম রাখা কেমন?	১১	মিষ্টি মাংস	২৪
সন্তানের মাথায় জাফরান মালিশ করা	১১	তথ্যসূত্র	২৬
মাথায় জাফরান লাগানোর পদ্ধতি	১১		
সব বয়সের সপ্তম দিন বের করার পদ্ধতি	১২		
বিয়ের জন্য ক্রয়কৃত পশুতে আকিকার নিয়্যত করা কেমন?	১৩		
মুহাম্মদ নাম রাখার চারটি ফযীলত	১৪		
মুহাম্মদ নাম রাখার দুটি নিয়্যত	১৫		
আকিকাতে কতটি পশু হওয়া উচিত?	১৬		
আকিকার পশু কেমন হওয়া চাই?	১৭		
পশুর বয়সে সন্দেহ হলে তবে?	১৮		
আকিকার মাংস বন্টন করার মাসয়ালা	১৯		
রান্না করে খাওয়াবে নাকি কাঁচা বন্টন করবে?	১৯		

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।" **(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)**

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

প্রথমে এটা পড়ে নিন .....

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সগে মদীনা, গুনাহগার আত্তার غَفَرَ لَهُ الْغَفَّار এর চোখের শীতলতা আলহাজ্ব আবু ওসাইদ ওবাইদ রযা ইবনে আত্তার سَلَّمَهُ الْبَارِى এর ঘরে মঙ্গলবার ২১শে রবিউল আউয়াল ১৪২৮ হিঃ (১০-০৪-২০০৭ ইং) এক মাদানী মুন্নীর জন্ম হয়। চৌদ্দতম দিন সোমবার শরীফ (৫ই রবিউল আখির ১৪২৮ হিঃ) এই ইজতিমায় আকিকা শরীফের ব্যবস্থা হয়। এতে আমার প্রিয় নিগরানে শূরার দুই মাদানী মুন্নী এবং আরো এক ইসলামী ভাইয়ের দুই শাহ্জাদার আকিকাও অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলো। সাতটি পশু জবেহ করা হলো এবং রাতে গোলামজাদার ঘর "বাইতে ইবরত" এর ছাদে খাবারের দাওয়াত হলো। এরপর আকিকার ব্যাপারে মাদানী মুযাকারা হলো। তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মজলীশ "আল-মদীনাতুল ইলমিয়া" এর পক্ষ থেকে দ্বিতীয় নিরীক্ষণের প্রচেষ্টায় এবং "মাদানী মুযাকার মজলীশ" এর পেশ কৃত ঐ মাদানী মুযাকারা সংশোধনের মাধ্যমে "মাকতাবাতুল মদীনা"র পক্ষ থেকে রিসালা আকারে "আকিকার সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর" সর্ব সাধারণের নিকট উপস্থাপন করা হলো। **আল্লাহ্ তাআলা** এটাকে কবুল করুক এবং সৃষ্টিজীবের জন্য উপকারী হোক এবং এটা পাঠকারী প্রত্যেক মুসলমানের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

৭ই রবিউল আখির, ১৪২৮ হিঃ
২৫-০৪-২০০৭ইং

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আকিকা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

শয়তান লাখো অলসতা দিবে তবুও আপনি সংক্ষিপ্ত এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনার জ্ঞানের একটি বিরাট ধন-ভান্ডার অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **শফিউল মুজনিবিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার উপর সকালে দশবার ও সন্ধ্যা দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন সে আমার সুপারিশ লাভ করবে।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০ম খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭০২২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

আকিকা শব্দের অর্থ

(১) প্রশ্ন: আকিকা শব্দের অর্থ কি?

উত্তর: আকিকা এর শাব্দিক অর্থ: আকিকা শব্দটি عَقٌّ থেকে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে কাটা, পৃথক করা। **(মিরাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২ পৃষ্ঠা)** আকিকার পারিভাষিক অর্থ: বাচ্চা জন্ম লাভের কৃতজ্ঞতা আদায়ার্থে যে পশু জবাই করা হয় তাকে আকিকা বলে। **(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা)**

(২) প্রশ্ন: আকিকা করার ক্ষেত্রে কি কি ভাল নিয়্যত করা উচিত?

উত্তর: সন্তান/ সন্ততি জন্ম লাভের খুশিতে **আল্লাহ্ তাআলার** নেয়ামত লাভের কৃতজ্ঞতা আদায়ার্থে, সুন্নাত পালনার্থে **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, আকিকা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। তা ছাড়াও অবস্থা অনুযায়ী আরো নিয়্যত করা যায়। মনে রাখবেন! ভাল নিয়্যত ব্যতিত কোন নেক কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না। মূল কথা হচ্ছে, আকিকা করার সময় অন্তরে আকিকার নিয়্যতের সাথে সাথে যত ভাল ভাল নিয়্যত হবে তার সাওয়াবও ততবেশি হবে। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ- **মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।**"

(আল-মুজামুল কবীর লিত তাবারানি, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৯৪২)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

আকিকা আদায় করে না এমন ব্যক্তি কি গুনাহগার হবে?

(৩) প্রশ্ন: যে আকিকা আদায় করে না সে কি গুনাহগার হবে?

উত্তর: আকিকা ফরজ বা ওয়াজিব নয়, শুধুমাত্র পছন্দনীয় সুন্নাত। ছেড়ে দেওয়া গুনাহ নয়, (কেউ যদি সামর্থ্য রাখে তার অবশ্যই করা উচিত, না করলে গুনাহগার হবে না। অবশ্যই সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে) গরীব লোকদের জন্য সুদের উপর ঋণ নিয়ে আকিকা করা কখনো জায়েয নেই। **(ইসলামী জিন্দেগী থেকে সংগৃহিত, ২৭ পৃষ্ঠা)**

আকিকা বিহীন মৃত্যুবরণকারী বাচ্চা সুপারিশ করবে কিনা?

(৪) প্রশ্ন: এটা সঠিক কিনা, যে বাচ্চা আকিকা ছাড়া মৃত্যুবরণ করেছে সে তার মাতা-পিতার জন্য সুপারিশ করবে না?

উত্তর: জ্বি, হ্যাঁ! কিন্তু তার কিছু ধরণ রয়েছে: যে বাচ্চা আকিকার সময় পেয়েছে অর্থাৎ তার বয়স সাত দিন হয়েছে, কোন কারণ ছাড়া সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তার আকিকা করা হলো না, তখন সে বাচ্চা তার মাতা-পিতার জন্য সুপারিশ করবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: اَلْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهٖ অর্থাৎ সন্তান আপন আকিকার ব্যাপারে বন্ধক। **(তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫২৭)** আশ্ইয়াতুল লুমআত এর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে: হযরত ইমাম আহমদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: বাচ্চার যতক্ষণ পর্যন্ত আকিকা করা না হয়, ততক্ষণ তার পিতা-মাতার ব্যাপারে সুপারিশ করার ক্ষেত্রে তাকে বাধা প্রদান করা হয়। **(আশ্ইয়াতুল লুমআত, ৩য় খন্ড, ৫১২ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফ্তি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত হাদীসের ব্যাপারে বলেন: হাদীসে পাকে "বন্ধক হওয়ার" এটাই উদ্দেশ্য: যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বাচ্চার আকিকা করা না হয়, ততক্ষণ তার থেকে পরিপূর্ণ উপকারীতা অর্জন হবে না। কতিপয় মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন: বাচ্চার নিরাপত্তা, বেড়ে উঠা এবং উত্তম গুণাবলীর অধিকারী হওয়া ইত্যাদি আকিকার সাথে সম্পৃক্ত। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা)

(৫) প্রশ্ন: যার আকিকা করা হয়নি, যৌবনে সে কি নিজের আকিকা করতে পারবে?

উত্তর: জ্বী, হ্যাঁ! যার আকিকা করা হয়নি সে যৌবনে বা বৃদ্ধাবস্থায়ও নিজের আকিকা করতে পারবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫৮৮ পৃষ্ঠা) যেমনি ভাবে **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুয়ত ঘোষণা করার পর নিজের আকিকা করেছেন।

(মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক, ৪র্থ খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৭৪)

অপূর্ণাঙ্গ গর্ভপাত হওয়ার ফযীলত

(৬) প্রশ্ন: অপূর্ণাঙ্গ গর্ভপাত হওয়ার ক্ষেত্রে তার আকিকা করতে হবে কিনা?

উত্তর: না। অপূর্ণাঙ্গ গর্ভপাত হওয়ার কারণে সাধারণত মাতা-পিতা অনেক পেরেশান হয়ে থাকে, তাদের সান্তনার জন্য অনুরোধ হলো, এ অবস্থায় ধৈর্য্যধারণ করে সাওয়াব অর্জনের সৌভাগ্য অর্জন করা উচিত,

www.dawateislami.net

অপূর্ণাঙ্গ গর্ভপাত হওয়ার মধ্যে মাতা-পিতার অনেক উপকার রয়েছে। যেমনি ভাবে **আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবিব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চা (অর্থাৎ মায়ের পেট হতে অপূর্ণাঙ্গ ভাবে গর্ভপাত হওয়া বাচ্চা) তার প্রতিপালকের সাথে ঐ সময় ঝগড়া করবে, যখন তার মাতা-পিতাকে (যারা ঈমানের উপর মৃত্যু বরণ করেছে, কিন্তু গুনাহের কারণে) **আল্লাহ্ তাআলা** দোযখে প্রবেশ করাবেন। হুকুম দেওয়া হবে: হে আপন প্রতিপালকের সাথে ঝগড়াকারী বাচ্চা! তোমার মাতা-পিতাকে জান্নাতে নিয়ে যাও, তখন সে নাভি[১] দ্বারা উভয়কে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। **(ইবনে মাযাহ, ২য় খন্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬০৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ বর্ণনা থেকে ঈমান হিফাযতের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে, শাফায়াতের মত মহান নেয়ামতের অধিকারী হওয়ার জন্য ঈমান হিফাযত থাকা জরুরী। তাই প্রত্যেককে ঈমান হিফাযতের জন্য চিন্তা করা উচিত। নিঃসন্দেহে ঈমান হিফাযত **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির মধ্যে লুকায়িত রয়েছে, আর **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি হলো **তাঁর** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের মধ্যে। আর ঈমানের ধ্বংস **আল্লাহ্ তাআলার** অসুন্তুষ্টির মধ্যে লুকায়িত রয়েছে,

---

[১] অর্থাৎ- ঐ নাড়ী যা মাতৃগর্ভে পেটের সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং যেটাকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কেটে পৃথক করা হয়।

www.dawateislami.net

আর **তাঁর** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাফরমানিতে **আল্লাহ্ তাআলার** অসন্তুষ্টি নিহেত। **হে আল্লাহ্! তুমি** আমাদেরকে ঈমান হিফাযতের তৌফিক দান করো।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মৃত বাচ্চার আকিকা

(৭) **প্রশ্ন:** যদি বাচ্চা জন্ম লাভের পর সাত দিনের আগে আগে ইন্তেকাল হয়ে যায়, তবে তার আকিকা করতে হবে কিনা? যদি মৃত্যুর পর আকিকা করা হয়, সে তার মাতা-পিতার জন্য সুপারিশ করবে কিনা?

উত্তর: এখন তার আকিকার প্রয়োজন নেই। এমন বাচ্চাও সুপারিশ করতে পারবে। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে বাচ্চা মারা যায়, সে যে বয়সের হোক না কেন, তার আকিকা হতে পারেনা। যদি কোন বাচ্চা সপ্তম দিনের পূর্বে মৃত্যু বরণ করেছে, তবে তার আকিকা না করার ফলে মাতা-পিতার জন্য তার সুপারিশ ইত্যাদিতে কোন ধরণের প্রভাব পড়বে না, কেননা সে আকিকার সময় হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেছে। ইসলামী শরীয়াতে আকিকার সময় হচ্ছে সপ্তম দিন। যে বাচ্চা নাবালেগ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে এবং তার আকিকা করা হয়েছিল অথবা আকিকা করার ক্ষমতা ছিলো না,

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

অথবা সাত দিন হওয়ার পূর্বে মৃত্যু বরণ করেছে এ সকল অবস্থায় সে বাচ্চা মাতা-পিতার জন্য সুপারিশ করবে যদি সে (মাতা-পিতা) দুনিয়া থেকে ঈমান সহকারে মৃত্যু বরণ করে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫৯৬ ও ৫৯৭ পৃষ্ঠা)

(৮) প্রশ্ন: যদি কেউ সপ্তম দিনের পূর্বেই আকিকা করে তবে কি হুকুম?

উত্তর: যদিও আকিকার সময় সপ্তম দিন থেকে শুরু হয় এবং তা সুন্নাত ও উত্তম। সাত দিনের পূর্বেও যদি কোন বাচ্চার আকিকা করা হয় তা আদায় হয়ে যাবে।

বাচ্চার কানে কতবার আযান দিবে?

(৯) প্রশ্ন: ছেলে-মেয়ে জন্ম লাভের পর তার কানে কখন এবং কতবার আযান দিতে হবে? কোন দিন তার নাম রাখবে? এবং মাথার চুল কোন দিন মুন্ডাবে? দয়া করে জানাবেন?

উত্তর: যখন বাচ্চা জন্ম লাভ করে তখন মুস্তাহাব হচ্ছে তার কানে আযান এবং ইকামত দেয়া, আযান দেয়ার ফলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সমস্ত বিপদ-আপদ দূরিভূত হয়ে যাবে। ইমামে আলী মকাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার সুলতান, রহমতে আলামিয়ান, মাহবুবে রহমান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কারো ঘরে সন্তান জন্মলাভ করলে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত প্রদান করবে, যার ফলে সন্তান اُمُّ الصِّبْيَان (তথা মৃগী রোগ) থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

(মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৭৪৭)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

"اُمُّ الصِّبْيَان" সম্পর্কে আশিকদের ইমাম, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, আশিকে মাহে নবুয়্যত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: اُمُّ الصِّبْيَان তথা "মৃগী" খুব নিকৃষ্ট একটি কঠিন রোগ। যদি বাচ্চাদের হয় তাকে "اُمُّ الصِّبْيَان" বলে নতুবা মৃগী। **(মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৪১৭ পৃষ্ঠা)** নুজহাতিল ক্বারীতে বর্ণিত রয়েছে: "اُمُّ الصِّبْيَان" মৃগী অর্থ বেহুশ হয়ে পড়ে যাওয়া, এটা কখনো পিত্ত, রক্ত, কফ এবং রক্তের মত কালো কফের ত্রুটির কারণে হয়ে থাকে। যাকে মৃগী বলা হয়, কখনো জ্বীন অথবা মন্দ শয়তান এর প্রভাবে হয়ে থাকে। **(নুজহাতুল ক্বারী, ৫ম খন্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা)** আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সন্তান জন্ম গ্রহণ করার সাথে সাথে ডান কানে আযান বাম কানে ইকামত প্রদান করবেন যাতে সন্তান শয়তানের ধোকা এবং "اُمُّ الصِّبْيَان" থেকে রক্ষা পায়। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ, ২৪তম খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা)** উত্তম হচ্ছে, ডান কানে চারবার আযান এবং বাম কানে তিনবার ইকামত প্রদান করা। (আযান ও ইকামত একবার দিলেও কোন অসুবিধা নেই) সপ্তম দিন তার নাম রাখা, মাথা মুন্ডানো, মাথা মুন্ডানোর সময় আকিকা করা এবং চুল পরিমাণ স্বর্ণ অথবা রূপা সদকা করা যাবে। **(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

তাড়াতাড়ি নাম রাখা কেমন?

(১০) প্রশ্ন: আপনি এখন বলেছেন যে, সপ্তম দিন নাম রাখতে হবে, যদি কেউ প্রথম অথবা দ্বিতীয় দিন নাম রাখে তাতে কোন অসুবিধা হবে কিনা?

উত্তর: কোন অসুবিধা নেই।

সন্তানের মাথায় জাফরান মালিশ করা

(১১) প্রশ্ন: আকিকার সময় বাচ্চার মাথা মুন্ডানোর পর জানতে পারল তার মাথার জাফরান মালিশ করা উচিত তখন কি করবে?

উত্ত: আপনি ঠিক শুনেছেন হযরত সায়্যিদুনা আবু বুরাইদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত জাহেলি যুগে যদি আমাদের কারো সন্তান জন্ম লাভ করতো তখন ছাগল জবাই করে তার রক্ত ঐ সন্তানের মাথায় মালিশ করা হতো। অতঃপর যখন ইসলামী যুগ আসলো, তখন আমরা ছাগল জবাই করি, আর বাচ্চার মাথা মুন্ডায় এবং মাথায় জাফরান মালিশ করি।

(আবু দাউদ শরীফ, ৩য় খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮৪৩)

মাথায় জাফরান লাগানোর পদ্ধতি

সামান্য জাফরান প্রয়োজন মত পানিতে ভিজিয়ে রাখুন, যখন নরম হয়ে যাবে, তখন পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে নিন এবং বাচ্চার মুন্ডানো মাথায় লাগিয়ে দিন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

সব বয়সের সপ্তম দিন বের করার পদ্ধতি

(১২) প্রশ্ন: সপ্তম দিবসে আকিকা করতে না পারলে তার কি হুকুম?

উত্তর: কোন গুনাহ নেই। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: জন্মের সপ্তম দিনে আকিকা সুন্নাত এবং এটাই উত্তম। নতুবা চৌদ্দতম অথবা একুশতম দিনে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫৮৬ পৃষ্ঠা)** সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মুফ্তি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আকিকার জন্য সপ্তম দিন উত্তম, যদি সপ্তম দিনে করতে না পারে তবে যখন চায় করতে পারবে, সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। কেউ এটা বলেছেন: সপ্তম, অথবা চৌদ্দতম, অথবা একুশতম যে দিন হোকনা কেন সাত দিনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, এটাই উত্তম। যদি স্মরণ না থাকে তাহলে যে দিন সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে সে দিনটি স্মরণ রাখবে তার একদিন পূর্বের দিনটি যখন আসবে, তখন তা সপ্তম দিন হবে, উদাহরণ স্বরূপ যদি জুমার দিন (শুক্রবার) জন্ম হয় তাহলে পরের বৃহস্পতিবার এবং যদি শনিবার জন্ম হয়, তবে পরের জুমার দিন (শুক্রবার) হবে সপ্তম দিন। প্রথম পদ্ধতিতে বৃহস্পতিবার এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যেই জুমার দিন (শুক্রবার) আকিকা করবে, এতে এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে তাতে অবশ্যই সপ্তম দিনের সংখ্যা আসবে।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

বিয়ের জন্য ক্রয়কৃত পশুতে আকিকার নিয়্যত করা কেমন?

(১৩) প্রশ্ন: বিবাহের পশুতে অনেকে বর অথবা অন্য কারো আকিকার নিয়্যত করে থাকে, এভাবে কি আকিকা হয়ে যাবে?

উত্তর: পশু যদি কুরবানির শর্ত অনুযায়ী হয় এবং কোন শরয়ী বাঁধা না থাকে তখন আকিকা হয়ে যাবে।

(১৪) প্রশ্ন: গরুতে কত জনের আকিকা করা যায়?

উত্তর: আকিকার বিধান কুরবানির মতো, তাই গরুতে সাতটি অংশ এবং এভাবে একটি গরুতে সাত জনেরও আকিকা হতে পারে।

(১৫) প্রশ্ন: কুরবানির গরুতে আকিকার অংশ দেওয়া যাবে কী?

উত্তর: জ্বি, হ্যাঁ!

(১৬) প্রশ্ন: বাচ্চার নাম রাখার ব্যাপারে কোন মাদানী ফুল প্রদান করুন।

উত্তর: সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফ্তি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সন্তানের উত্তম নাম রাখা উচিত। হিন্দুস্তানে অনেক লোকের এমন নাম রয়েছে যার কোন অর্থ নেই, অথবা সেগুলোর খারাপ অর্থ হয়ে থাকে, এমন নাম পরিত্যাগ করা উচিত। আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর পবিত্র নাম, সাহাবী, তাবেঈ ও বুজুর্গানে দ্বীনের নামে নাম রাখা উত্তম। আশা করা যায় তাদের বরকত ঐ বাচ্চার মাঝে অন্তর্ভূক্ত হবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, শাহানশাহে নবুয়ত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নেক্কারদের নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখো এবং নিজের প্রয়োজনীয়তা নেককার (সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট) বান্দাদের কাছ থেকে প্রার্থনা করো। (আল ফিরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩২৯) সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফ্তি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান অনেক উত্তম নাম, কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ লোকেরা "আব্দুর রহমান" নামক ব্যক্তিকে শুধু রহমান বলে ডাকে, **আল্লাহ্** ছাড়া অন্য কাউকে রহমান ডাকা হারাম। এভাবে অনেক নামের সংক্ষিপ্ত রূপের ব্যবহার প্রচলন রয়েছে। অর্থাৎ নামকে এভাবে বিকৃত করা যার দ্বারা তুচ্ছ করা প্রকাশ পায়। আর এসব নামের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তকরণ কখনো করা যাবে না, তাই যেখানে নামের সংক্ষিপ্ত রূপের ব্যবহারের আশংঙ্কা রয়েছে, সেখানে এমন (ফযীলতপূর্ণ) নাম না রেখে অন্য নাম রাখবে।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা)

মুহাম্মদ নাম রাখার চারটি ফযীলত

(১৭) প্রশ্ন: মুহাম্মদ নাম রাখার ফযীলত বর্ণনা করুন।

উত্তর: এ সম্পর্কে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী পেশ করছি:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

(১) "যার ছেলে সন্তান ভূমিষ্ট হলো, সে আমার মুহাব্বত এবং আমার নামের বরকত লাভের উদ্দেশ্যে ছেলের নাম মুহাম্মদ রাখে সে (ছেলের পিতা) এবং ঐ সন্তান জান্নাতে যাবে।" (কানযুল উম্মাল, ১৬ খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৫২১৫) **(২)** কিয়ামতের দিন দুই ব্যক্তিকে **আল্লাহ্ তাআলার** সামনে দন্ডায়মান করা হবে, হুকুম হবে: তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাও। তারা উভয়ে বলবে: **হে আল্লাহ্!** আমরা কোন্ আমলের বিনিময়ে জান্নাতের অধিকারী হয়েছি? আমরা তো জান্নাতের কোন আমল করিনি! **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করবেন: জান্নাতে প্রবেশ করো। আমি শপথ করেছি যে, যার নাম আহমদ অথবা মুহাম্মদ হবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। (আল ফিরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব, ৫ম খন্ড, ৪৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৮৩৭ ও ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ, ২৪ খন্ড, ৬৮৭ পৃষ্ঠা) **(৩)** তোমাদের মধ্যে কারো ক্ষতি কি (অর্থাৎ এটা খুব কল্যাণকর) যদি কারো ঘরে এক বা দুই অথবা তিনজন মুহাম্মদ থাকে। (আত্ তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৫ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা) **(৪)** যখন কোন ছেলের নাম মুহাম্মদ রাখো, তাকে সম্মান কারো, কোন অনুষ্ঠানে তার জন্য জায়গা প্রশস্থ করে দাও এবং তাকে কোন মন্দ বিষয়ের প্রতি সম্পর্কিত করো না। (আল জামেউছ ছগীর লিস্ সুয়ূতি, ৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭০৬)

মুহাম্মদ নাম রাখার দুটি নিয়্যত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি ভালো নিয়্যত ছাড়া শুধু এমনি মুহাম্মদ নাম রাখেন, তাতে সাওয়াব পাওয়া যাবে না, কেননা সাওয়াব অর্জনের জন্য ভালো নিয়্যত হওয়া শর্ত।

www.dawateislami.net

পূর্বে উল্লেখিত প্রথম হাদীসে দুটি ভালো নিয়্যতের বর্ণনা এসেছে **তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মুহাব্বত এবং **তাঁর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামে নাম রাখার বরকত অর্জনের নিয়্যতে মুহাম্মদ নাম রাখা সৌভাগ্যবান পিতা এবং মুহাম্মদ নামের ঐ ছেলের জন্য জান্নাতের শুভ-সংবাদ রয়েছে। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফের ২৪তম খন্ড, ৬৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: উত্তম হচ্ছে, শুধু মুহাম্মদ অথবা আহমদ নাম রাখা এর সাথে জান অথবা অন্য কোন শব্দ মিলাবে না। কেননা ফযীলত শুধুমাত্র মুহাম্মদ নাম মোবারকের ক্ষেত্রে বর্ণিত আছে। বর্তমানে **আল্লাহ্**র পানাহ্! নাম বিকৃত করার সাধারণ প্রচলন হয়ে গেছে। মূলত এমন করা গুনাহ এবং মুহাম্মদ নাম বিকৃত করা অনেক বড় থেকে বড় অপরাধ। সে কারণে আকিকাতে মুহাম্মদ অথবা আহমদ নাম রাখবে, আর ডাকার জন্য উদাহরণ স্বরূপ বেলাল রযা, হেলাল রযা, জামাল রযা, কামাল রযা, যায়েদ রযা ইত্যাদি রাখা যাবে। এভাবে মেয়ে সন্তানের নামও মহিলা সাহাবী ও মহিলা ওলিদের নামের সাথে মিলিয়ে রাখা উপযোগী। যেমন- সকিনা, জরিনা, জামিলা, ফাতেমা, জয়নব, মাইমুনা, মরিয়াম ইত্যাদি।

আকিকাতে কতটি পশু হওয়া উচিত?

(১৮) প্রশ্ন: ছেলে অথবা মেয়ে সন্তানের আকিকাতে পশুর সংখ্যার ব্যাপারে বর্ণনা দিন।

www.dawateislami.net

উত্তর: ছেলের জন্য দুটি ছাগল মেয়ের জন্য একটি। আমার আক্বা, আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: (উভয়ের জন্য) কমপক্ষে একটি পশু (ছাগল) হতে হবে, আর ছেলের জন্য দুটি হওয়া উত্তম, যদি দুটি দেওয়ার উপর সক্ষম না হয় একটি যতেষ্ট।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ, ২০তম খন্ড, ৫৮৬ পৃষ্ঠা)

আকিকার পশু কেমন হওয়া চাই?

(১৯) প্রশ্ন: আকিকার পশু কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর: এক কশাই হতে আকিকার পশু ক্রয় করা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই ক্ষেত্রে আকিকার বিধান কুরবানির মতো, তা হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক থাকা। ছাগল বা ছাগী এক বৎসরের কম হলে জায়েয হবে না, ভেড়া, ভেড়ী ছয় মাসের হতে পারবে যদি এমন মোটা-তাজা হয় যা দেখতে এক বছর পূর্ণ হয়েছে মনে হয়। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫৮৪ পৃষ্ঠা)** আকিকার পশুর ব্যাপারে হযরত আল্লামা শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "বাদায়ে" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে; উত্তম কুরবানী হচ্ছে ভেড়া, চিত্র-বিচিত্র, শিং বিশিষ্ট, খাসী।

(রদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৫৪৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

পশুর বয়সে সন্দেহ হলে তবে?

(২০) প্রশ্ন: আকিকা অথবা কুরবানির পশুর বয়সের মধ্যে সন্দেহ হলে কি করা উচিত?

উত্তর: বয়স কম হওয়ার সন্দেহ হলে সে পশু দিয়ে কুরবানী অথবা আকিকা করবে না। এ সম্পর্কে ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২০তম খন্ড, ৫৮৩ ও ৫৮৪ পৃষ্ঠায় দুটি অংশ উল্লেখ করা হলো: (১) এক বছর থেকে কম বয়সী ছাগলের আকিকা অথবা কুরবানী হতে পারেনা, যদি এ ব্যাপারে সন্দেহ হয় তখনও একই হুকুম যদি দেখতে এক বৎসর হয়েছে মনে না হয়। لِاَنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ بِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ كَعِلْمِ الْعَدَمِ (কেননা শর্ত পাওয়া না যাওয়ার বিষয়টি মূলত সে জিনিসটি না থাকার মত।) (২) যদি বছর পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ হয় তখন তা দিয়ে আকিকা করবে না এবং পশু বিক্রেতার কথা এখানে যথেষ্ট নয়, কেননা পশু বিক্রি করতে পারলে তার লাভ রয়েছে এবং (এক বছরের পশু যেভাবে দাঁত ভেঙ্গে ফেলে এ পশুটি এখনো তা করেনি) এ প্রকাশ্য প্রমানটি বিক্রেতার কথাকে রহিত করছে। وَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ (সারকথা হলো; যদি ছাগলের এক বছর, গরু ইত্যাদি দুই বছরের কম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হলে এ অবস্থায় ঐ পশু দ্বারা আকিকা বা কুরবানী শুদ্ধ হতে পারেনা।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

আকিকার মাংস বন্টন করার মাসয়ালা

(২১) প্রশ্ন: আকিকার মাংসের বন্টন কিভাবে করবে?

উত্তর: আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত, শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আকিকার মাংসও কুরবানীর মতো তিন ভাগ করা মুস্তাহাব। একভাগ নিজের, একভাগ আত্মীয়-স্বজন, একভাগ ফকির-মিসকিনের জন্য। ইচ্ছা করলে নিজে সব রেখে দিতে পারবে অথবা সম্পূর্ণ বন্টনও করে দিতে পারবে, কুরবানীর মতো। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫৮৪ পৃষ্ঠা)**

রান্না করে খাওয়াবে নাকি কাঁচা বন্টন করবে?

(২২) প্রশ্ন: আকিকার মাংস রান্না করে খাওয়ানো উত্তম নাকি কাঁচা বন্টন করবে?

উত্তর: রান্না করে খাওয়ানো কাঁচা বন্টন করা থেকে উত্তম।

আকিকার মাংস মাতা-পিতা খেতে পারবে কিনা?

(২৩) প্রশ্ন: আকিকার মাংসের মধ্যে মাতা-পিতার অংশ আছে কিনা?

উত্তর: আকিকার মাংসে কারো কোন বিশেষ অংশ থাকা জরুরী নয়।। অবশ্য মুস্তাহাব বন্টন বর্ণিত হয়েছে। মাতা-পিতা খেতে পারবে না কথাটি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে, তা সম্পূর্ণ ভূল কথা। মাতা-পিতা, দাদা-দাদি, নানা-নানি অন্যান্য সব মুসলমান (আকিকার) মাংস খেতে পারবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

কাফির ধাত্রী দ্বারা বাচ্চা প্রসব করানো হারাম

(২৪) প্রশ্ন: কথিত আছে: আকিকার মাংস থেকে নাপিতকে মাথা এবং ধাত্রীকে রান দেওয়া উচিত, যদি এ ক্ষেত্রে ধাত্রী কাফির হয় তখন কি করবে?

উত্তর: আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২০তম খন্ড, ৫৮৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: নাপিতকে মাথা দেওয়ার ব্যাপারে কোন হুকুম নেই, কোন বাঁধাও নেই। এটা একটি প্রথা মাত্র (দেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই) ধাত্রীকে রান দেওয়ার ব্যাপারে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে, কিন্তু কাফির (বিধর্মী) মহিলা দ্বারা বাচ্চা প্রসব করানোর কাজ সম্পন্ন করা হারাম। কোন কাফির মহিলা (বিধর্মী) থেকে মুসলমান মহিলার পর্দার ব্যাপারে হুকুম হচ্ছে; পুরুষের ন্যায়। মুখমণ্ডল এবং হাতের তালু ব্যতিত, পায়ের পাতার কিছু অংশও দেখাবে না এবং বাচ্চা প্রসব করানোর কোন কাজই বিধর্মী দ্বারা সম্পন্ন করবে না, বিশেষ করে প্রসবের কাজে। রদ্দুল মুখতারে বর্ণিত আছে: মুসলিম মহিলা কোন ইহুদী, খ্রীষ্টান অথবা মুশরিক মহিলাদের সামনে উলঙ্গ হওয়া জায়েয নেই। বাঁদীর ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়। (রদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬১৩ পৃষ্ঠা) কিন্তু বর্তমানে বাঁদীর প্রথা রহিত হয়ে গেছে। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরো বর্ণনা করেন: নিজের বোকামীর কারণে (বিধর্মী দ্বারা ডেলিভারী করানো) গুনাহের কাজ,

www.dawateislami.net

আর যদি তার মাধ্যমে কাজ করাতেই হয়, তখন ঐ (বিধর্মী) মহিলাকে রান ইত্যাদি দিবেন না, কাফিরদের জন্য সদকা ইত্যাদিতে কোন অধিকার নেই এবং তাদেরকে দেওয়া শরীয়াতের পক্ষ থেকে কোন অনুমতিও নেই। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫৮৮ ও ৫৮৯ পৃষ্ঠা) ৫৮৮ পৃষ্ঠার পরের ফতোওয়ায় তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: ঝাড়ুদার অথবা কোন কাফির মহিলাকে ধাত্রী নিয়োগ করা কঠোর হারাম। কোন কাফির (বিধর্মী) মহিলাকে পশুর রান ইত্যাদি দেওয়া যাবে না এবং বাচ্চার চুলের পরিমাপ করে যে রূপা (দেশীয় নিয়মানুযায়ী টাকা-পয়সা) দেওয়া হয় তা ফকির-মিসকিনের হক, ধাত্রী যদি মিসকিন হয় তাহলে দেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। প্রকৃত হুকুম হচ্ছে; যারা এর বিপরীত করলো তথা ময়লা পরিস্কার কারিনী কে রান এবং ধনী নাপিতকে রূপা (তথা টাকা-পয়সা) প্রদান করে তা অনেক মন্দ কাজ কিন্তু আকিকা হয়ে যাবে। وَاللهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ

আকিকার চামড়ার ব্যবহার

(২৫) প্রশ্ন: আকিকার পশুর চামড়ার ব্যাপারে কি হুকুম?

উত্তর: কুরবানীর পশুর যে হুকুম, আকিকার পশুর মাংস ও চামড়ারও একই হুকুম, চায় নিজের কাছে রাখতে পারবে অথবা এমন জিনিসের পরিবর্তে বিনিময় করতে পারবে যা নিজের কাছে রেখে উপকৃত হওয়া যায়, চায় তা নিজের কাজে ব্যবহার করবে অথবা কোন মিসকিনকে দান করে দিবে অথবা কোন ভাল কাজ যেমন: মসজিদ অথবা মাদ্রাসায় ব্যয় করবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

চামড়া পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া কেমন?

(২৬) প্রশ্ন: খসাইকে আকিকার পশুর চামড়া পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর: দিতে পারবে না। (প্রাগুক্ত, ৩১৬ পৃষ্ঠা) এভাবে নাপিতকে মাথা মুন্ডানোর বিনিময়ে অথবা ধাত্রীকে (যে মহিলা প্রসব কাজে সাহায্য করে) পশুর রান এ কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া শরীয়াতের মধ্যে অনুমতি নেই।

(পশু) কে জবাই করবে?

(২৭) প্রশ্ন: আকিকার পশু কে জবাই করবে?

উত্তর: আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: পিতা যদি উপস্থিত থাকে এবং জবাই করার ক্ষমতা রাখে তখন তার জবাই করা উত্তম। কারণ এটা নেয়ামতের শোকর আদায় করা, যে নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছে সে নিজের হাতে তার শুকরিয়া আদায় করা উচিত। তিনি যদি না থাকেন বা যদি তিনি জবাই করতে না পারেন তখন আরেকজনকে অনুমতি দিয়ে দিবেন।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫৮৫ পৃষ্ঠা)

আকিকার দোয়া

(২৮) প্রশ্ন: আকিকার দোয়া কে পড়বে? জবেহকারী না পিতা?

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

উত্তর: জবাইকারীই দোয়া পড়বে। যদি পিতা সন্তানের আকিকার পশু জবাই করে (জবাইয়ের পূর্বে) তখন এ দোয়া পড়বে:

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ ابْنِىْ فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ ؕ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِّابْنِىْ مِنَ النَّارِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

অর্থ:- হে আল্লাহ্! এটা আমার অমুক ছেলের আকিকা তার (পশুর) রক্ত, তার (ছেলের) রক্তের, তার মাংস ছেলের মাংসের, তার হাড় ছেলের হাড়ের, তার চামড়া ছেলের চামড়ার, তার চুল ছেলের চুলের বিনিময়ে কবুল করো। **হে আল্লাহ্!** এ পশুকে আমার ছেলের জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে ফিদিয়া বানিয়ে দাও। **আল্লাহ্**র নামে আরম্ভ, **আল্লাহ্** মহান।

(দোয়া শেষ করার সাথে সাথে দ্রুত জবেহ করে দিন)

'অমুক' এর স্থানে এ সন্তানের যে নাম হয় তা হবে, আর মেয়ে সন্তান হলে উভয় স্থানে اِبْنِىْ এর জায়গায় بِنْتِىْ এবং ہٖ আছে সেখানে هَا হবে। যদি (পিতা ছাড়া) অন্য ব্যক্তি জবাই করে তখন উভয় স্থানে اِبْنِىْ فُلَان অথবা بِنْتِىْ فُلَان এর স্থানে فُلَان اِبْنِ فُلَان অথবা فُلَانَه بِنْتِ فُلَانَه বলবে। সন্তানকে তার পিতার দিকে সম্পর্কিত করবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫৮৫ পৃষ্ঠা) উদাহরণ স্বরূপ: মুহাম্মদ রযা বিন মুহাম্মদ আলী।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

দোয়া পড়া কি জরুরী?

(২৯) প্রশ্ন: দোয়া পড়া ছাড়া কি আকিকা শুদ্ধ হবে না?

উত্তর: দোয়া পড়া ছাড়া আকিকা শুদ্ধ হয়ে যাবে। **(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা)**

আকিকার পশুর মাংসের হাঁড় ভাঙ্গা কেমন?

(৩০) প্রশ্ন: আকিকার পশুর হাড় ভাঙ্গা যাবে না! এটা সঠিক কিনা?

উত্তর: উত্তম হচ্ছে; হাড় না ভাঙ্গা বরং হাড় থেকে মাংস ছাড়িয়ে নিবে, এটা বাচ্চার নিরাপত্তার ভাল লক্ষণ, আর হাড় ভেঙ্গে মাংসের সাথে যদি রান্না করা হয়, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। **(প্রাগুক্ত)**

মিষ্টি মাংস

(৩১) প্রশ্ন: আকিকার মাংস রান্না করার কোন বিশেষ নিয়ম আছে কিনা?

উত্তর: সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফ্তি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মাংস যে কোন ভাবেই রান্না করা যাবে, মিষ্টি করে রান্না করা হলে বাচ্চার চরিত্র ভাল হওয়ার লক্ষণ। **(প্রাগুক্ত)** মিষ্টি মাংস রান্নার পদ্ধতি দুইটি: (১) এক কেজি মাংসের সাথে আদা কেজি মিষ্টি দই, ছোট এলাচি সাতটি, ৫০ গ্রাম বাদাম, প্রয়োজন মত ঘি অথবা তেল মিশিয়ে রান্না করে নিন। রান্নার পর প্রয়োজন মতো চিনি মিশ্রিত পানি, সৌন্দর্য্যের জন্য গাজর কুচি, কিসমিস আরো অন্যান্য জিনিস দেওয়া যেতে পারে।

www.dawateislami.net

(২) এক কেজি মাংসের মধ্যে আদা কেজি চুকান্দার (একটি মিষ্টি সবজি) দিয়ে উল্লেখিত নিয়মে রান্না করে নিন ।

(৩২) প্রশ্নঃ আকিকার অনুষ্ঠানে যে উপহার দেওয়া হয়, তার বিধান কি?

উত্তরঃ বর্তমানে সাধারণত আকিকা উপলক্ষ্যে খাবারের আয়োজন করে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেয়া হয় যা খুব ভাল কাজ, দাওয়াতে আগত মেহমানগন বাচ্চার জন্য যে উপহার এনে থাকে তাও উত্তম কাজ। অবশ্যই এখানে কিছুটা ব্যাখ্যা রয়েছে, যদি মেহমান কোন উপহার না আনেন তবে অনেক সময় মেজবান দাতা অথবা ঘরের লোকেরা বিভিন্ন ব্যাপারে মন্দ কথা বলে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। (যেখানে প্রবল ধারণা অনুযায়ী এমন অবস্থা হতে পারে বলে আশংখা করে, মেহমানের উচিত জোরাজোরী না করলে সে দাওয়াতে অংশগ্রহণ না করা।) যদি বিশেষ প্রয়োজনে যেতে হয় সেক্ষেত্রে কোন উপহার ইত্যাদি নিয়ে যাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। অবশ্যই মেজবান দাতা এ উদ্দেশ্যে মেজবান আয়োজন করল যে মেহমান যদি কোন উপহার সামগ্রী না আনে তাহলে মেজবান দাতা ঐ মেহমানকে মন্দ বলবে, অথবা এমন কোন নিয়্যত নেই কিন্তু ঐ মেজবান দাতার এমন মন্দ অভ্যাস মেহমানের এটা যদি তার প্রবল ধারণা হয়, কোন জিনিস না আনলে সে মেহমানের ব্যাপারে বিভিন্ন মন্দ বলে থাকে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য মেহমানরা উপহার সামগ্রী নিয়ে আসেন এমতাবস্থায় মেজবান দাতা গুনাহগার ও জাহান্নামের আযাবের হকদার।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

আর এ উপহার তার জন্য ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে। হ্যাঁ! যদি মন্দ বলার কোন উদ্দেশ্য না থাকে এবং তার এ রকম মন্দ অভ্যাসও নেই। তখন উপহার গ্রহণ করাতে কোন অসুবিধা নেই।

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

৫ই যুলকাদাতুল হারাম ১৪৩৩ হিজরী
২৩-০৯-২০১২ ইং

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
আবু দাউদ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবি, বৈরুত	মাজমাউয যাওয়ায়িদ	দারুল ফিক্‌র, বৈরুত
তিরমিযী	দারুল ফিক্‌র, বৈরুত	আত্ তাবকাতুল কুবরা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
ইবনে মাজাহ	দারুল মারেফা, বৈরুত	আশআতুল লুমআত	কোয়েটা
মুসান্নিফ আব্দুর রাযযাক	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	নুযহাতুল ক্বারী	ফরীদ বুক স্টল মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
মুজাম কবির	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবি, বৈরুত	রদ্দুল মুহতার	দারুল মারেফা, বৈরুত
মুসনাদ আবি ইয়ালা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউনডেশন, মারকাজুল আউলিয়া, লাহোর
আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
জামেউস সগীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	মলফুযাতে আ'লা হযরত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
কানযুল উম্মাল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ইসলামী জিন্দেগী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা